156

দৈনিক বাংলা

DEC 1995

২০ ডিসেম্বর থেকে নতুন সময়সূচী

হরতাল ঃ অনার্স মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা আবার পিছালো

মুজতবা খন্দকার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা হরতাল-অবরোধের মুখে আবারো পিছিয়ে গেছে। দশম বারের মত এই পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ চরমাকারে প্রকাশ পেয়েছে।

একের পর এক হরতাল-অবরোধে (৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

হরতাল ঃ অনার্স মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষার তারিখ বার বার পরিবর্তিত হবার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীও কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি পরীক্ষার সময়ে হরতাল আহবান না করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধ উপেক্ষা করে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে। ফলে এর আগে পরীক্ষা পিছাতে হয়েছে কমপক্ষে চার বার।

গত অক্টোবর মাসের পরীক্ষা শেষ হবে '৯৬-এর মার্চ-এপ্রিলে। কিন্তু ইতিমধ্যে কয়েকবার পরীক্ষার তারিখ পিছানোর ফলে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা শেষ করার সর্বশেষ টার্গেট রেখেছিলেন মে '৯৬। কিন্তু আবারো প্রথমে অবরোধ এবং পরে হরতাল আহবান করায় পরীক্ষার সময়সূচীর পূনর্বিন্যাস করতে হয়েছে। বর্তমানে এই পরীক্ষা কবে শেষ হবে তা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষও বলতে পারছেন না।

এদিকে দশম বারের মত পরীক্ষার সময়সূচীর পরিবর্তন হওয়াতে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতর থেকে বলা হয়েছে, পরীক্ষা যদি মে মাসের আগে শেষ করা না যায় তবে শীঘ্র তার ফল প্রকাশ সম্ভব হবে না।

সূত্র জানিয়েছেন, পরীক্ষার দুই মাসের মধ্যে খাতা দেখে রেজাল্ট প্রকাশ না করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন করে সেশনজটের শিকার হতে হবে। তিনি জানান, দুই মাসের মধ্যে খাতা দেখে অনেক শিক্ষকই জমা দেন না। ফলে পরীক্ষার ফল প্রকাশে বেশ বিলম্ব ঘটে।

এবার পরীক্ষা কবে শেষ হবে এবং তার খাতা এবং ফল প্রকাশ সব কিছু নিয়ে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হতাশা ব্যক্ত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডীন বললেন, সেশনজট বুঝি আর দূর করা সম্ভব হলো না। শুধু শিক্ষক সম্প্রদায় নয়, একের পর এক পরীক্ষা ও ক্লাস বন্ধের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও এখন চরম হতাশা বিরাজ করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে পড়তে এসেছেন এমন একজন ইতিহাস তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী লুকনা ইয়াসমিনের সঙ্গে কথা হলো। তিনি বলেন, হরতাল-অবরোধে শুধু অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার্থী নয় আমাদেরও অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। মধুর ক্যান্টিনে কথা হলো রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র মোঃ শফি, অর্থনীতির ছাত্র স্বপনের সঙ্গে। সবাই হতাশা ব্যক্ত করে বললেন, জানিনা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা শেষ করতে পারবো কিনা?

এদিকে আগামী ৯, ১০, ও ১১ ডিসেম্বর হরতালের সময়ের পরীক্ষাগুলো পিছিয়ে ২০ ডিসেম্বর থেকে নতুন পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষণা করা হয়েছে। পরিবর্তিত সময়সূচী অনুযায়ী ৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় বিএসএস ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ পেশাগত পরীক্ষা, শরীর রচনা বিজ্ঞান ২য়, অগদতন্ত্র ও মেডিক্যাল আইন পরীক্ষাটি, বিজ্ঞান তৃতীয়, সার্জারী ৪র্থ, বিইউএসএস ২য়, তৃতীয় ও ৪র্থ পেশাগত পরীক্ষা, এলমুড তাশবীহ ২য় তিব্বুল কানুন ওয়াসামুশিয়াত ৩য়, জায়াহ্লিাত সার্জারী ৪র্থ, ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

১১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় শেষ পর্ব এমএসসি গার্হস্থ্য অর্থনীতির পরীক্ষা খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান, গৃহ ব্যবস্থাপনা ও বাসস্থান, শিশু ধর্ষণ ও পারিবারিক সম্পর্ক এবং ব্যবহারিক শিল্পকলা ১৪ জানুয়ারী '৯৬ অনুষ্ঠিত হবে। ১০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় শেষ পর্ব মাস্টার্স পরীক্ষা বাংলা, ইতিহাস, ইসলামিক স্টাডিজ, প্রাণিবিদ্যা ৪র্থ পত্র, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও হিসাব বিজ্ঞান পরীক্ষা ২৪ ডিসেম্বর, অর্থনীতি ৪র্থ পত্র ১১ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ২০ ডিসেম্বর, প্রথম পর্ব মাস্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষা গণিত ও পদার্থ বিদ্যা ১০ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

এই প্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীদের বেশীর ভাগ এখন শুক্রবারে পরীক্ষা ও ক্লাস গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের এই দাবীর প্রেক্ষিতে বেশ কটি বিভাগ শুক্রবার ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ খবর বিভাগ সূত্রে জানানো হয়েছে।